R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

পুজো কমিটিকে মুখ্যমন্ত্রীর অনুদানে জনস্বার্থ নেই

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে এস ইউ সি আই (সি)-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ১ সেপ্টেম্বর এক চিঠিতে জানিয়েছেন— "বহু বছর ধরে এই রাজ্যে দুর্গাপুজো চলে আসছে উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে সাধ্যমতো চাঁদা সংগ্রহের মাধ্যমে। কিন্তু অতীতে কোনও সরকার পুজো কমিটিগুলোকে আর্থিকভাবে সাহায্য করেনি। আপনার সরকার গত বছর থেকে আর্থিক অনুদান দেওয়া শুরু করেছে কেবল নয়, এবছর থেকে তা আড়াই গুণ বৃদ্ধিকরেছে। বিশেষ করে এই ঘোষণা এমন এক সময়ে করা হয়েছে যখন আশা, অঙ্গনওয়াড়ি, এএনএম, মিড-ডে মিল কর্মী থেকে শুরু করে প্যারাটিচার সমেত নানা স্তরের শিক্ষকরা প্রায় প্রতি দিন বেতন ও সাম্মানিক ভাতা বাড়ানোর দাবিতে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন এবং আপনার সরকার আর্থিক ঘাটতির অজুহাতে তাঁদের প্রত্যাখ্যান করছে শুধু নয়, তা দমন করছে। আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি এই পদক্ষেপ আপনার দলের নির্বাচনী রাজনীতিতে ফয়দা দিলেও সামগ্রিকভাবে জনস্বার্থবিরোধী। আমরা এই সরকারি ঘোষণা প্রত্যাহারের দাবি করছি।"

রাজ্য জুড়ে তীব্র ছাত্র আন্দোলনের ডাক এ আই ডি এস ও-র

৩১ আগস্ট থেকে ২ সেপ্টেম্বর এ আই ডি এস ও-র একাদশতম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল কোচবিহার শহরে। এই সম্মেলন দাবি তোলে অবিলম্বে প্রথম শ্রেণি থেকেই পাশ-ফেল চালু করতে হবে, শিক্ষাধ্বংসকারী জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১৯ বাতিল করতে হবে। অবৈজ্ঞানিক সিলেবাস, সিবিসিএস ও সেমেস্টার প্রথা বন্ধ, মেডিকেলে এনএমসি বিল বাতিল, মদ ও মাদকদ্রব্যের প্রসার রোধ এবং নারী নির্যাতন বন্ধ করার দাবিও গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় ছিল ছাত্রপ্রতিনিধিদের সামনে। রাজ্য জুড়ে ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার ডাক দেয় সংগ্রামী ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও-র এই সম্মেলন।

৩১ আগস্ট অনুষ্ঠিত হয় সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশ। প্রায় ১০ হাজার ছাত্রছাত্রীর দৃপ্ত মিছিল ওই দিন কোচবিহার শহর পরিক্রমা করে উপস্থিত হয় পুরাতন পোস্ট অফিস পাড়া মাঠে। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ডঃ নৃপেন্দ্র নাথ পাল। প্রকাশ্য অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কমরেড মৃদুল সরকার। বক্তব্য রাখেন এসইউসিআই(সি) -র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড অশোক মিশ্র, সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড কমল সাঁই এবং রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌরভ ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি কমরেড মাসুদ রানা, ডিএসও-র আসাম রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রোজ্জ্বল দেব, সিকিমের ডিএসও নেতা ভানুভক্ত শর্মা।

২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়াম হলে (কমরেড দেবকুমার মণ্ডল মঞ্চ) অনুষ্ঠিত হয় প্রতিনিধি অধিবেশন। রাজ্যের সমস্ত জেলা থেকে প্রায় ৩০০০ প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দেন। শিক্ষার সমস্ত শাখা থেকে আসা প্রতিনিধিরা শিক্ষাক্ষেত্রের সমস্যা এবং তার বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করেন।

প্রতিনিধি অধিবেশনের শেষে বক্তব্য রাখেন এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু। এই সম্মেলন থেকে কমরেড সামসুল আলমকে সভাপতি ও কমরেড মণিশংকর পট্টনায়ককে সম্পাদক করে ২৫ জনের সম্পাদকমণ্ডলী, ৭৮ জনের রাজ্য কমিটি এবং ১০২ জনের রাজ্য কাউন্সিল নির্বাচিত হয়।

প্রতিনিধি অধিবেশনের একাংশ। উপরে অধিবেশন শেষে বক্তব্য রাখছেন কমরেড সৌমেন বসু

৩১ আগস্ট শহিদ দিবস স্মরণ

১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনের শহিদ ও ১৯৯০ সালের বাস-ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি ও মূল্যবৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলনের শহিদ কমরেড মাধাই হালদার স্মরণে ৩১ আগস্ট সকালে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে এবং বিকাল ৩টায় এসপ্লানেডে শহিদ বেদিতে মাল্যদান করা হয় ▶

◀ *কমরেড মাধাই হালদারের শহিদ বেদিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড মানব বেরা*

১ সেপ্টেম্বর এস ইউ সি আই (সি) সহ বাম দলগুলির সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যৌথ মিছিল কলকাতার মৌলালি মোড় থেকে শুরু হয়ে মহাজাতি সদনে শেষ হয়

বিএসএনএল-এর ঠিকা শ্রমিকদের আন্দোলনের পাশে এস ইউ সি আই (সি)

এস ইউ সি আই (সি)-র প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল বি এস এন এল-এর কলকাতা শাখায় অনশনকারী ঠিকা শ্রমিকদের ন্যায্য দাবিগুলি পূরণের জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদকে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন। পাশাপাশি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীকেও এ বিষয়ে তৎপর হওয়ার জন্য ২৮ আগস্ট চিঠি পাঠিয়েছেন। চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন, ১৬ আগস্ট থেকে এই কর্মীরা অনশন করছেন। তাঁদের দাবি ১) সাত মাসের বকেয়া বেতন অবিলম্বে দিতে হবে, ২) কাজের দিনসংখ্যা মাসে ২৬ দিন থেকে কমিয়ে ২০ দিন করা চলবে না, ৩) শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ করতে হবে, ৪) ফোর-জি পরিষেবা চালু করতে হবে এবং বি এস এন এলের আধুনিকীকরণ করতে হবে। প্রায় ৫ হাজার শ্রমিক দীর্ঘ ২০-২৫ বছর ধরে এই সংস্থায় ঠিকা শ্রমিক হিসাবে কাজ করছেন। ডাঃ মণ্ডল এঁদের সমস্যা উপলব্ধি করে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারকেই সক্রিয় হওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

জনবিরোধী কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে রাজ্যপালের কাছে ডেপুটেশন

খসড়া জাতীয় শিক্ষানীতির জনস্বার্থ বিরোধী দিকগুলি বাতিল করা এবং শিক্ষার স্বার্থে অবিলম্বে প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল চালু করা সহ ১৯ দফা দাবিতে ৩০ আগস্ট অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। রাজ্যপাল স্মারকলিপি গ্রহণ করে বিষয়গুলি পর্যালোচনা সাপেক্ষে পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন সংগঠনের সভাপতি অধ্যাপক ধ্রুবজ্যোতি মুখার্জী, সম্পাদক কার্তিক সাহা, অধ্যাপক প্রদীপ দত্ত, দিলীপ মাইতি এবং স্বপন চক্রবর্তী। কমিটির উপরোক্ত দাবিতে এলাকায় এলাকায়, জেলায় জেলায় আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com